OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 666 - 669
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 666 - 669
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধে দুর্গাপূজা : সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

ড. সুরঞ্জন সরকার
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
রামমোহন কলেজ
Email ID: mrsuranjansarkar@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
দুর্গাপূজা, জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন, শারদীয়া, যজ্ঞ।

Abstract
বঙ্গদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দুর্গাপূজার বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বঙ্গদেশে এই পূজা নবরাত্রব্রত, বাসন্তীপূজা, শারদীয়া পূজা প্রভৃতি নামে অভিহিত। এই পূজার আরাধ্যদেবীর বর্ণনা কালিকাপুরাণেও পাওয়া যায় - দুর্গামূর্তি হবে দশভুজা ও সিংহোপরি স্থাপিতা। তবে বঙ্গদেশে এই পূজার প্রাধান্য থাকায় বিভিন্ন স্মৃতিনিবন্ধে পূজার প্রকারভেদ, পূজার স্থান, পূজার মাহাত্ম্য, পূজার অধিকারী প্রভৃতিবিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আমরা উক্ত প্রবন্ধে তারই আলোচনা তথ্যসহ যুক্তিজালে সজ্জিত করেছি।

Discussion

বঙ্গদেশের স্মৃতিনিবন্ধসমূহে যেসমস্ত পূজার বিস্তৃত আলোচনা আছে, তার মধ্যে দুর্গাপূজাই প্রধান এবং বঙ্গদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পূজা। সুতরাং, এই পূজা সংক্রান্ত যে আচার অনুষ্ঠানের আলোচনা বঙ্গীয় নিবন্ধগ্রন্থগুলিতে আছে, তার মোটামুটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল -

বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের কোনো কোনো স্থানে এই পূজাকে 'নবরাত্র ব্রত' বলা হয়ে থাকে। এছাড়া এই পূজা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয় - বসন্তকালে হয় বলে বাসন্তীপূজা, আর শরৎকালে হয় বলে শারদীয়া পূজা বলা হয়। কিন্তু আপামর বাঙ্গালীরা সাধারণত দুর্গোৎসব বলিতে শারদীয়া পূজাকেই বোঝে। তারা এই পূজাকে তাদের বড় পূজা বলে মনে করে। তাই তারা নতুন বস্ত্র পরিধান করে এই পূজা পালন করে।

দুর্গাপূজাবিষয়ক গ্রন্থাবলী : দুর্গাপূজাবিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রধান -

১. জীমূতবাহনের *কালবিবেক,*
২. শূলপাণির *দুর্গোৎসববিবেক,*
৩. শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণির *দুর্গোৎসববিবেক,*
৪. রঘুনন্দনের *দুর্গোৎসবতত্ত্ব,*
৫. রঘুনন্দনের *দুর্গাপূজাতত্ত্ব,*
৬. রঘুনন্দনেব *কৃত্যতত্ত্ব।*

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 666 - 669
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রঘুনন্দনের শেষোক্ত গ্রন্থটি ভিন্ন অপর দু'টি গ্রন্থ প্রক্ষিপ্ত কি স্বরচিত সেই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। এই আলোচনায় আমাদের দু'টি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়; যথা -

১. গ্রন্থ দু'টির মধ্যে একটি অপরটি থেকে পৃথক্ কিনা?
২. *দুর্গাপূজাতত্ত্ব* আদৌ রঘুনন্দন-প্রণীত কিনা?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, দুইটি গ্রন্থের আদিশ্লোক ভিন্ন ভিন্ন। এছাড়া, বিষয়বস্তুর আলোচনাতেও দুই গ্রন্থে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। সুতরাং, গ্রন্থ দুইটি যে স্বতন্ত্র, এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা যায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি খুব সহজ নয়। *মলমাস-তত্ত্বের* প্রারম্ভিক একটি শ্লোকে রঘুনন্দন কর্তৃক আলোচিত বিষয়গুলির নামকরণ প্রসঙ্গে দুর্গোৎসবের উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, *দুর্গোৎসবতত্ত্ব* নামক রঘুনন্দনের একটি গ্রন্থ ছিল। কিন্তু, *দুর্গাপূজাতত্ত্ব* নামটি প্রকৃত বলে মনে হয় না।

এখানে উল্লেখ্য, *দুর্গাপূজাতত্ত্ব* গ্রন্থটির দুইটি ভাগ – ১. দুর্গাপূজা-প্রমাণতত্ত্ব ও ২. দুর্গাপূজা-প্রয়োগতত্ত্ব। দ্বিতীয় ভাগটি *স্মৃতিতত্ত্বের* (২য় খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত 'দুর্গার্চনপদ্ধতি'র সহিত অভিন্ন।

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি -

১. 'তিথিতত্ত্বোক্ত' দুর্গোৎসব বিষয়ক অংশ হইতে *দুর্গাপূজাতত্ত্ব* সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ, 'তিথিতত্ত্বে'র দুর্গোৎসব অংশ ভ্রমক্রমে 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামে অভিহিত হয়েছে।

২. 'মলমাসতত্ত্বে'র আদিশ্লোকে যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তা থেকে একথা মনে করা সমীচীন নয় যে, রঘনন্দন ঐ অষ্টাবিংশতি বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেননি; কারণ, অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব-বহির্ভূত অনেক গ্রন্থই বর্তমানে রঘুনন্দনের নামাঙ্কিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

৩. 'স্মৃতিতত্ত্বে'র দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'দুর্গার্চন পদ্ধতি', 'দুর্গাপূজাতত্ত্বে'র একটি অংশমাত্র। রঘুনন্দনের 'কৃত্যতত্ত্বে' দুর্গাপূজা সম্বন্ধে অতি সামান্য কথাই বলা হয়েছে।

দুর্গামূর্তির রূপ ও উপাদান : শূলপাণি কর্তৃক উদ্ধৃত 'কালিকাপুরাণে'র মতে, দুর্গামূর্তি হবে দশভুজা ও সিংহোপরি স্থাপিতা। মৃত্তিকা ছাড়া, অন্য উপাদানেও যে মূর্তি নির্মিত হত, তাহা শূলপাণির নিম্নোদ্ধৃত উক্তি দু'টি হতে স্পষ্টই বোঝা যায় -

"দর্পণ ইতি মৃন্ময়প্রতিমাপক্ষে।"[১]
"দেবানাং প্রতিমা যত্র গৃহীতাভ্যঙ্ক্ষমা।"[২]

অর্থাৎ, প্রতিমা মৃন্ময়ী হলে দেবীর স্নান দর্পণে করাতে হবে, আর মূর্তি স্নানযোগ্য হলে দেবীকে ঐ মূর্তিতেই স্নান করাতে হবে।

পূজার স্থান : শূলপাণিকর্তৃক উদ্ধৃত *মৎস্যসূক্তের* বচন অনুযায়ী নিম্নলিখিত স্থানগুলি দুর্গাপূজার অযোগ্য -

১. স্বগৃহ-এর অর্থ হল - নিজের বাসের ঘর, বাড়ী নয়। কারণ, দুর্গাপূজা নিজ বাড়ীতেই হয়ে থাকে।
২. জীর্ণ স্থান।
৩. ইষ্টকারচিত স্থান। শূলপাণির মতে, ঈদৃশ স্থানে মৃত্তিকাবেদির উপরে পূজা হতে পারে।[৩]
৪. দীপস্থিতিবিবর্জিত স্থান। বর্তমান কালেও পূজামণ্ডপে সর্বদাই একটি প্রজ্বলিত দীপ রাখা হয়।

দুর্গাপূজার প্রকারভেদ : সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসীভেদে দুর্গাপূজা ত্রিবিধ। সাত্ত্বিকী পূজাতে থাকবে জপ, যজ্ঞ এবং নিরামিষ পূজোপকরণ। রাজসী পূজাতে পশুবলি হবে এবং পূজোপকরণ হবে আমিষ। তামসী পূজার ব্যবস্থা কিরাতগণের; এইরূপ পূজায় জপ, যজ্ঞ বা মন্ত্র নেই এবং পূজোপকরণ মদ্য, মাংস প্রভৃতি।

কালিকাপুরাণের প্রমাণানুসারে শূলপাণি একটি সংক্ষিপ্ত পুজার ব্যবস্থা করেছেন। এখানে মাত্র পাঁচটি দ্রব্যের দ্বারা পূজা করা হয়; যথা - পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। প্রতিকূল আর্থিক অবস্থাদিহেতু যে বহু দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করতে অক্ষম, তারপক্ষে শুধু ফুল জল অথবা কেবলমাত্র জলের দ্বারা পূজারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 666 - 669
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দুর্গাপুজার অধিকারী : চতুর্বর্ণেরই এই পূজায় অধিকার আছে। কিন্তু, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, সাধারণত হিন্দুর পূজা-পার্বণে বর্ণাশ্রমবহির্ভূত ম্লেচ্ছগণের অধিকার না থাকিলেও, দুর্গাপূজায় তাদেরকে অধিকার দেওয়া হয়েছে।

দুর্গাপূজা সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান : এই পূজা প্রসঙ্গে বহু আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। যেমন - স্বপন, পূজন, বলিদান ও হোম - এই চারিটি দুর্গাপূজার প্রধান অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

জ্ঞাতিগণের জন্ম অথবা মৃত্যুজনিত অশৌচ সাধারণত ধর্মকার্যের প্রতিবন্ধক হলেও, দুর্গাপূজা একবার আরম্ভ হলে, তা কোনো বাধা জন্মায় না। ব্রতের ন্যায় এই পূজারও সঙ্কল্প গ্রহণেই আরম্ভ হয়।

বহু দ্রব্যের দ্বারা দেবীর স্নান বিধেয়। প্রধান দ্রব্যগুলি এইরূপ - দধি, পঞ্চগব্য, পুষ্প, মধু, পঞ্চকষায়, পঞ্চরত্ন, তৈল, ওষধি, চন্দনাদি সুগন্ধিদ্রব্য, ঘৃত, ভৃঙ্গার, উষ্ণজল, দুগ্ধ, কলস, পঞ্চামৃত।

অষ্টমী পুজার দিনে নানা অলঙ্কারের দ্বারা কুমারীপূজার ব্যবস্থা আছে। অষ্টমীর শেষ দণ্ড ও নবমীর প্রথম দণ্ডের মধ্যে সন্ধিপূজা কর্তব্য।

পশুপক্ষিবলি দুর্গাপূজার একটি প্রধান অঙ্গ। অষ্টমীতিথিতে পশুবলির বিশেষ বিধান আছে। 'দেবীপুরাণে' অষ্টমীতিথিতে পশুবলির যে নিষেধ আছে, বঙ্গীয় স্মার্তগণের মতে তাহার তাৎপর্য এই যে, সন্ধিপূজার অষ্টমী অংশে বলিদান নিষিদ্ধ।[৪] বলিদানের পরে পশুর 'শীর্ষ' ও 'রুধির' দেবীকে দানের ব্যবস্থা আছে। মহিষবলি হলে মহিষের সমাংস রুধির দেবীকে দান করতে শূলপাণি 'ভবিষ্যপুরাণে'র অনুসরণ ক্রমে নিষেধ করেছেন; কিন্তু, শ্রীকরের প্রমাণ অনুযায়ী তিনি শুধু রুধির দানের ব্যবস্থা করেছেন। দেবীর নিকট বলিদানের জন্য নিম্নলিখিত পশু ও পক্ষী নিষিদ্ধ -

তিন মাসের ন্যূনবয়স্ক, তিন পক্ষের ন্যূনবয়স্ক পক্ষী, যে সমস্ত পশুর লাঙ্গুল, কর্ণ ও শৃঙ্গ প্রভৃতি ভগ্ন, স্ত্রীপশু, 'নানাবর্ণ' পশু, অতিবৃদ্ধ, রোগার্ত বা পৃষস্রাবী ক্ষতযুক্ত পশু। তবে ছাগ, মেষ ও মহিষ বলির জন্য প্রশস্ত বলা হয়েছে। কোন কোন প্রকাব হরিণ, শূকর, খড়্গী অর্থাৎ গণ্ডার, গোধিকা বা গোসাপ, হরিত, ব্যাঘ্র, কচ্ছপ, মানুষ[৫] প্রভৃতিও বলিদানের জন্য বিহিত হয়েছে। কুষ্মাণ্ড এবং ইক্ষুবলি নাকি ছাগবলির ন্যায় দেবীর প্রীতিকর।

নানা শাস্ত্রকারের বিশেষত মনুর প্রমাণ অনুসারে বঙ্গীয় স্মার্তেরা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, পশুবলি সাধারণতঃ গর্হিত হলেও দুর্গাপূজা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে তা পাপজনক নয়।[৬] তবে বর্তমানে আধুনিক চিন্তা ধারার বাহকগ এই পশুপক্ষী বলি প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে বলি প্রথা লুপ্ত হয়নি। তার বদলে সবজি বলি করা হয়ে থাকে।

শত্রুবলি : আজকাল বঙ্গদেশের দুর্গাপূজায় শত্রুবলির ব্যবস্থা দেখা যায়। সাধারণত মানকচুর পত্রাবৃত একটি পুত্তলিকাকে বলি দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, এর দ্বারা একবৎসর কালের জন্য নিঃশত্রু থাকা যায়। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, *কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, মহাভাগবত, সংবৎসরপ্রদীপ* প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রথার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত নিবন্ধগুলিতে এর কোন উল্লেখই নেই। বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য নামক জনৈক অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক রচিত *দুর্গাপূজাপদ্ধতি* নামক নিবন্ধে এই প্রথার উল্লেখ থেকে মনে হয় যে, এর প্রচলন কখনও বন্ধ হয়নি।

দুর্গোৎসবে অনার্য প্রভাব : অন্যান্য পূজায় ম্লেচ্ছদের অধিকার না থাকলেও, দুর্গোৎসবে তাহাদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। শবরোৎসব দুর্গোৎসবের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র ও বন্য পশুর বলিদানের ব্যবস্থা এই পুজায় আছে। এই সমস্ত লক্ষ্য করিলে দুর্গোৎসবে অনার্য প্রভাব সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। অনার্য-অধ্যুষিত বঙ্গদেশের আর্যকরণের পরে অনার্যগণের কতক রীতিনীতি আর্যসমাজে গৃহীত হওয়া কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র উত্তর ভারতই তো এককালে অনার্যগণের বাসস্থান ছিল। এই পূজার কতক অনুষ্ঠান যে তাদের নিকট থেকেই আর্যগণ গ্রহণ করেছিলেন তার একটি প্রমাণ এই যে, 'হরিবংশে'[৭] শবর, বর্বর ও পুলিন্দ প্রভৃতি আদিম অধিবাসিগণ কর্তৃক বিন্ধ্যপর্বতে কাত্যায়নী ও কৌশিকীর পূজার উল্লেখ আছে; কাত্যায়নী ও কৌশিকী দুর্গারই নামান্তর মাত্র।

আবার বঙ্গদেশে শরৎকালে হয় বলেই এই পুজার অপর নাম শারদীয়া পূজা। বসন্তকালই এই পূজার সময়, শরৎকাল এই পূজায় প্রকৃত সময় নয়; কারণ, শরৎকাল দক্ষিণায়নে পড়ে। দক্ষিণায়নে দেব-দেবীগণ সুপ্ত থাকেন বলে শাস্ত্রকারগণের বিশ্বাস। এই জন্যই শারদীয়া পূজাতে দেবীর বোধন বা তাঁকে জাগরিত করবার ব্যবস্থা আছে। শরৎকালে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 73
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 666 - 669
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেবীকে জাগরিতা করা হয় বলেই তাঁর এক নাম শারদা। শূলপাণির মতে, 'সারদা' শব্দটি কাল্পনিকভাবে ব্যুৎপন্ন।[৮] কিম্বদন্তী এই যে, দাশরথি রাম শত্রুনিধনের উদ্দেশে দেবীর এই অকাল-পূজার প্রবর্তন করেন। কিন্তু, তার কোন ভিত্তি মূল রামায়ণে নাই, বাংলার স্মৃতিনিবন্ধসমূহেও তার কোন সমর্থন দেখা যায় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, দুর্গাপূজার অনেক সুফলেরই উল্লেখ আছে। যেমন - পূজা স্থানে দুর্ভিক্ষ ও অন্য প্রকার দুঃখ-দুর্দশার অভাব, অকালমৃত্যু লোপ, দারপুত্র ও ধনসম্পত্তি বিষয়ে সুখ, ইহলোকে বহু সুখভোগ ও পরলোকে দুর্গালোকে বাস, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ ইত্যাদি।

Reference:

১. দুর্গোৎসববিবেক, পৃ. ১৪
২. ঐ
৩. ইষ্টকারচিতেঽপি গৃহে মৃত্তিকাবেদিকোপরি পূজনমিতি শিষ্টাচারঃ - দুর্গোৎসববিবেক, পৃ. ১১
৪. যত্তু...ইতি দেবীপুরাণীয়ং তদষ্টমীক্ষণে সন্ধিপূজা-বলিদাননিষেধকমিতি, - দুর্গোৎসববিবেক।
৫. 'শার্দূলশ্চ নরশ্চৈব' ইত্যাদি ভবিষ্যপুরাণীর শ্লোক দুর্গোৎসববিবেক-এ উদ্ধৃত হয়েছে, পৃ. ১৯
৬. যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞস্য ভূত্যৈ সর্বস্য তস্মাদ্যজ্ঞে বধোঽবধঃ।। ৫/৩৯।
৭. বিষ্ণুপর্ব, ৩/৭-৮ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)
৮. সারং দদাতীতি ব্যুৎপত্তিস্তু কাল্পনিকী – দুর্গোৎসববিবেক, পৃ. ৬

Bibliography:

জীমূতবাহন, কালবিবেক, বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৯
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র, স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, কলিকাতা : এ, মুখার্জী এণ্ড কোং প্রা. লি., ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, মনুসংহিতা, কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০১
রঘুনন্দন, স্মৃতিতত্ত্ব (১ ও ২ ভাগ), কলিকাতা : সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর।
শূলপাণি, দুর্গোৎসববিবেক, কলিকাতা : সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ।